COAST The Coastal Association for Social Transformation Trust

মাসিক অধিকার বার্তা

মানুষের জন্য manusher jonno promoting human rights and good governance

৫৮ তম সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২২, সেপ্টেম্বর-২০১৬ইং পঞ্চম বর্ষ

সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখেন লাভলী বেগম

ইউনিয়ন জনসংগঠনের উদ্যোগে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে সেলাই প্রশিক্ষনের উপর গত এপ্রিল২০১৬ইং মাসে প্রশিক্ষন পেয়েছিল লালমোহন উপজেলার পশ্চিম চরউমেদ ইউনিয়নের ৪০ জন হত দরিদ্র নারী।গজারিয়া বাজারস্থ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর অত্র ইউনিয়নের দরিদ্র নারীদের আন্তকর্মসংস্থানের লক্ষে সেলাই এর উপর প্রশিক্ষন প্রদান করেছিল।

অন্যান্যদের সাথে প্রশিক্ষন নিচ্ছেন লাভলী বেগম।সর্বডানে

তাদেরই একজন লাভলী বেগম,বর্তমানে তিনি পশ্চিম চর উমেদ ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের এক দুর সম্পর্কের আন্তীয় মোস্তফা মাতব্বর বাড়িতে থাকেন যদিও ৮ নং ওয়ার্ডেই তার বাবার বাড়ি।একই উপজেলার লালমোহন ইউনিয়নের ফুলবাগিছা গ্রামের মনির হোসেনের সাথে ১৯৯৮ সালে তার বিয়ে হয়।দীর্ঘ ১০ বছরের সংসারে হঠাৎ স্বামী আরএকটি বিয়ে করে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। আর কোন খোজ খবর পাওয়া যায়নি মনির হোসেনের একটি মাত্র ছেলেকে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে থাকতে চাইলেও হারাতে হয় সেই আশ্রয়টিও।বাবার বাড়ি থেকেও নেই কেননা বাবা বেচে নেই মা আছে তবে নিজেই থাকেন অন্যান্য বোনদের সংসারে তাই জায়গা হয়নি সেখানেও।

যেখানে যে কাজ পেতেন তাই করতেন ।এই উপর্জনে কোন মতে নিজের ও ছেলের পেট চলে অনেক সময় চলেও না।ছেলেকে মানুষ করার স্বপ্ন তার,বেচে থাকার একমাত্র অবলম্বন।সামাজিক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন ও অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে ধুকে ধুকে জীবন চলছিল লাভলী বেগম ও তার ছেলের।

ইউনিয়ন জনসংগঠন এর সদস্যরা গ্রামের অসহায় ও হত দরিদ্র নারীদের নামের তালিকা তৈরি করে সেলাই প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষ করে স্বাবলম্বী করে তুলতে উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে জমা দেয়।এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে সেলাই প্রশিক্ষনের আয়োজনে যুব উন্নয়নকে সর্বাত্তক সহযোগিতা করেন।গত এপ্রিল মাসে মাস ব্যাপী উক্ত প্রশিক্ষন চলতে থাকে।গ্রামের অন্যান্য নারীদের সাথে লাভলী বেগম অত্যান্ত মনোযগ দিয়ে উক্ত প্রশিক্ষনটি সম্পন্ন করেন।প্রশিক্ষন শেষে সেলাই এর মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার পথকেই জীবন ধারনের একমাত্র পথ হিসেবে ঠিক করেন। প্রশিক্ষন পরবর্তীতে নিজের ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও কিছু টাকা ধার করে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন।

নিজের বাসায় সেলাই মেশিনে ব্যাস্ত লাভলী

লাভলী বেগমের বাড়িতে গেলে দেখা যায় তিনি সেলাই এর কাজ নিয়ে ব্যাস্ত,তিনি জানান প্রতিদিন কোন না কোন কাজ হাতে থাকেই, ঈদের সময় অনেক চাপ ছিলো,আয় উপর্জন ভালো প্রতি মাসে ২৫০০-৩০০০টাকা তিনি আয় করেন সেলাই করে।ছেলে এখন ১০ম শ্রেনীতে পড়ে,ছেলেকে অনেক বড় করতে চান তিনি। এখন তার একটাই স্বপ্ন। কৃতজ্ঞতার ভাষা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন অন্যের বাড়িতে থাকি। ঠিকমত খেতে ও তো পাইনি প্রায় সময়,কোন সম্মান ও ছিলোনা সমাজে জনসংগঠন যে আমার কত বড় উপকার করেছে তা বলার নয়।জীবনের গতি ঠিক করতে পেরেছি তাদের সহযোগিতায় এখন আমি সম্মান নিয়ে সমাজে চলতে পারছি,কারো দুটি মন্দ কথা শুনতে হচ্ছে না।ছেলেটাকে মানুষের মতো মানুষ করতে হবে জীবনে এই একটা স্বপ্ন এখন।

নিয়ম মাফিক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন ও পরিদর্শন

প্রকল্প বাস্তবায়নের গুনগত মান বজায় রাখতে স্থানীয় নাগরিকদের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করার কথা। কিন্তু দু:খজন হলেও সত্যি কমিটিগুলো শুধু কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ থাকে,কমিটির সদস্যরাই জানেই না যে তারা উক্ত কমিটির সদস্য। অনেক ক্ষেত্রে তাদের স্বাক্ষর নেয়া হয় আবার অনেক সময় অন্য কেউ তাদের স্বাক্ষর দিয়ে ও দেয়।নিয়মিত মিটিং,রেজুলেশন লেখা,পরিদর্শন করা প্রতিবেদন তৈরী সহ অন্যান্য কার্যক্রমের সংস্কৃতি এখনও চালুই হয়নি। লালমোহন উপজেলার ফরাজগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত মোট ১৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পগুলোর বেশীর ভাগই এলজিএসপি-২ ও ৪০দিনের কর্মসূচির মাধমে বাস্তবায়িত হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদে পিআইসির মিটিং চলছে

ইউনিয়ন জনসংগঠনের চেষ্টা ও ইউনিয়ন পরিষদের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন সংরক্ষণ ও রক্ষনাবেক্ষণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সদস্যদের জোড়ালো সুপারিশের প্রেক্ষিতে, ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিগুলোতে সাধারন উপকারভোগীদের অংশগ্রহনে নিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠন ও তাদের কার্যকরী করে তোলার বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করে।

তারই ধারাবাহিকতায় দুটি আলাদা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গত ১৭/৮/২০১৬,৮নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ ফরাজগঞ্জ মালেক মিয়ার বাড়ীর দরজায় গভীর নলকূপ স্থাপন এবং একই তারিখ ৩নং ওয়ার্ডের এবায়দুল্লা বেপারী বাড়ী সংলগ্ন রাস্তায় কালভার্ট নির্মানাধীন প্রকল্প দুটি আলাদা আলাদাভাবে পরিদর্শন করে এবং কাজের গুনগত মান বজায় রাখার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহন করে। প্রকল্প দুটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এলজিএসপি-২ প্রকল্প হতে প্রতিটিতে ৮০,০০০/- টাকা করে বরাদ্দদেওয়া হয়। ইউনিয়ন পরিষদের পঞ্চ বার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে গৃহীত এই প্রকল্পগুলো স্থানীয়দের দীর্ঘ দিনের দাবী, যা তারা ওয়ার্ড সভায় তাদের নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের কাছে করেছিল।

টিউবওয়েল স্থাপনের কাজ পরিদর্শন করছে পিআইসি

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি তাদের পরিদর্শন কালীন সময় বেশ কিছু সুবিধা অসুবিধা সমুহ চিহ্নিত করে ঠিকাদারকে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান সহ চাপ

প্রয়োগ করে এবং পরবর্তীতে ইউনিয়ন পরিষদকে লিখিত প্রতিবেদন জমা দেয়।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য মোসলেহ উদ্দিন পরিদর্শন শেষে বলেন, আমাদের পরিদর্শনের ফলে ঠিকাদাররা ভয় পেয়েছে,তাদের আমরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছি কাজের গুনগত মান ভালো না হলে আমরা অনাপত্তিকর পত্র দেবো না।এভাবে যদি মনিটরিং করা যায় যে কোন কাজের গুনগত মান অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং কাজ টেকসই হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সঠিক তদারকিতে প্রকল্প দুটির কাজের গুনগত মান অনেক বেড়েছে এবং সেই সাথে দ্রুত শেষ হয়েছে বলে জানান স্থানীয় সুবিধা ভোগীরা। তারা আরও জানান গভীর নলকূপটি স্থাপনের ফলে প্রায় ৩৫টি হত দরিদ্র ও দরিদ্র পরিবার নিরাপদ পানির সুবিধার আওতায় এসেছে। পানি নিতে আসা ৮নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মোসা: রেহেনা বেগম বলেন, নলকূপটি স্থাপনের ফলে আমাদের অনেক সুবিধা হয়েছে আমরা বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছি।কমিটির লোকজন মনিটরিং করাতে কেউ ফাকি দিতে পারে নাই। ইউনিয়ন পরিষদের কাছে আমাদের এটাই চাওয়ার ছিলো আমরা অনেক খুশী। কালভার্টটি স্থাপনের ফলে কৃষকদের চাষাবাদের ব্যাপক সুবিধা হয়েছে। এখন আর পানি আটকে থাকে না হয়না জলাবদ্ধতা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এখানকার জনগনের যাতায়াত সুবিধা ও নিশ্চিত হয়েছে। কথা হয় ৩নং ওয়র্ডের স্থানীয় বাসিন্দা মো: আ: মালেক এর সাথে তিনি বলেন কালভার্টটি স্থাপনের ফলে এলাকার কয়েক শত কৃষক দারুনভাবে উপকৃত হয়েছে।

জনসংগঠনের ইউপির আয়,ব্যয়ের হিসাব পরিদর্শন।

প্রকৃত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে জন সম্পৃক্ততার যেমন কোন বিকল্প নেই ঠিক তেমনি সাধারন নাগরিকরা যদি তাদের ইউনিয়ন পরিষদের আয় ব্যায়ের হিসাব নিকাশগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করে ও দেখতে পারে তাহলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে ও টেক সই উন্নয়ন এর ধারা অব্যাহত থাকবে।ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ৯নং লর্ডহার্ডিঞ্জ ইউনিয়নে গত ১৯/০৭/২০১৬ ইউনিয়ন জনসংগঠন তাদের মাসিক সভায় সাধারন নাগরিকদের সম্পৃক্তার মধ্য দিয়ে জনসংগঠন ইউনিয়ন পরিষদের আয় ব্যয় হিসাব নিয়মিত পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে।

ইউপির আয় ব্যায়ের হিসাব পরিদর্শন করছেন জনসংগঠন

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউনিয়ন জনসংগঠনে সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক সহ অন্যান্য সদস্যরা গত২৮/০৮/২০১৬ইং তারিখে ইউনিয় পরিষদের সচিব মোঃ মিজানুর রহমানকে তাদের উদ্দেশ্য বর্ননা করে এবং ইউনিয়ন পরিষদের আয় ব্যয় হিসাব যেমন-কেশখাতা,চেক রেজিস্টার,ষান্মাষিক রিপোর্ট সহ অন্যান্য বিষয়গুলো চেক করেন। কোন কোন খাত হতে কত আয়,কোন কোন খাতে কত ব্যয় করা হয়েছে তা মিলিয়ে দেখেন এবং বিস্তারিত আলোচনা করেন।জনসংগঠনের সাধারন সম্পাদক রিক্তা রানী বলেন ইউনিয়ন পরিষদে কোন কোন খাত হতে আয় আসে এবং কোন কোন খাতে ব্যয় হয় তা আমাদের জানা দরকার।আমরা রশিদ,ভাউচার কেশখাতার সাথে মিলিয়ে দেখেছি এবং পরামর্শও দিয়েছি। এই নিয়মে পরিদর্শন করতে পারলে ইউনিয়ন পরিষদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।তবে ইউপি এ ধরনের পরিদর্শনে আন্তরিকতা দেখাতে চায়না।

জেলা জনসংগঠনের ত্রৈ-মাসিক সভা অনুষ্ঠিত।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর ভোলা জেলার পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে জেলা জনসংগঠনের ত্রৈ-মাসিক সভা সভাপতি নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।সভায় জনসংগঠনের সহ- সভাপতি ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মোকাম্মেল হক মিলন-, সাধারন সম্পাদক ও এ রব কলেজের অধ্যক্ষ শাফিয়া খাতুন, কৃষি, মৎস ও প্রাণী বিষয়ক সম্পাদক মামুন অর রশিদ,শিক্ষা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক নুরুল ইসলাম, পল্লী অবকাঠামো বিষয়ক বিষয়ক সম্পাদক মঞ্জুর শিকদার, সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক সম্পাদক মুসরিন আক্তার সহ উপজেলা পর্যায় থেকে আগত সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।সভায় জনসংগঠনের নেতৃবৃন্দ তৃনমুলে সরকারি বিভিন্ন সেবার মান বৃদ্ধিতে জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও স্টেক হোল্ডারদের সাথে সমন্বয় সাধন করার প্রতি আরো বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। উপজেলা জনসংগঠন এর নেতৃবৃন্দ তাদের উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যা সমুহ উপস্থাপন করার প্রেক্ষিতে জেলার নেতৃবৃন্দ সমস্যাগুলো সমাধানের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহন করেন জেলার নেতৃবৃন্দ অন্যান্য আলোচনার সাথে সাথে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনের সাথে যৌথভাবে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন ও তার যথার্থতা সবার সামনে তুলে ধরা সহ বিভিন্ন দিকগুলো নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করেন এবং সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

জেলা জনসংগঠনের ত্রে-মাসিক সভায় বক্তব্য রাখছেন সভাপতি

উপজেলা প্রশাসন ও জনসংগঠনের ত্রৈ-মাসিক সভা।

উপজেলা জনসংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপজেলা প্রশাসনের সাথে নিয়মিত সভা করছে এবং তৃনমুলের সাধারন মানুষের কাছে সরকারি বিভিন্ন সেবা পৌছে দিতে উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সমাধানে অগ্রনী ভুমিকা পালন করছে।তারই ধারাবাহিকতায় গত সেপ্টেম্বর মাসে দায়িত্বশীল ইউনিযন পরিষদ প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতাধীন ৫টি উপজেলায় যথা-ভোলা সদর,দৌলতখান,বোরহানউদ্দিন,তজুমদ্দিন ও লালমোহন উপজেলায় উপজেলা প্রশাসনের সাথে উপজেলা জনসংগঠনের ত্রৈ-মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে বিভিন্ন দপ্তরের আবস্থান নিশ্চিত, উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে ডিউটি রোস্টার সরবরাহ, বিভিন্ন সরকারি সুবিধা প্রাপ্তিতে হত দরিদ্রদের প্রাধান্য দিয়ে অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত সহ ইউনিয়ন জনসংগঠনের মাসিক সভার বিভিন্ন অমিমাংসিত সমস্যাগুলো উক্ত সভার আলোচ্য বিষয় হিসেবে অগ্রাধিকার পেয়েছে। উপজেলা চেয়ারম্যান,নির্বাহী অফিসার সহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগন উক্ত সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা জনসংগঠনের সভায় বক্তব্য রাখছেন উপজেলা চেয়ারম্যান ভোলা সদর উপজেলা।

কাজের নাম	লক্ষ্য	অর্জন
ওয়ার্ড নাগরিক কমিটি সভা	১০৮	১০৮
ইউনিয়ন জনসংগঠন সভা	১২	১২
ইউপির দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা	০৬	০৫
ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটির সভা	১৬	১২
উপজেলা জনসংগঠনের সভা	০৫	০৫
আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস	০৫	০৫
জেলা জনসংগঠনের ত্রৈ-মাসিক সভা।	০১	০১

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পের সকল কর্মী সহযোগিতা করেছেন।"বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য"

মোঃ আবুল হাসান
প্রকল্প সমন্বয়কারী
কোস্ট ট্রাস্ট- দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প
প্রকল্প কার্যালয়-
১৬৭, উপজেলা রোড, বোরহানউদ্দিন, ভোলা থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত।
ফোন-০৪৯২২৫৬১৯০, ০১৭১৩৩২৮৪৩৬
hasan@coastbd.net www.coastbd.net